যুগান্তর

তারিখ 1 AUG 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বুয়েটের আন্দোলনের ওপর হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েটের) ডিসি ও প্রো-ভিসির পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র-শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলমান আন্দোলন-ধর্মঘটের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

এছাড়া বুয়েটে চলমান ধর্মঘট কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রীষ্মকালীন ছুটির নামে ৪৪ দিন বন্ধের ঘোষণা কেন অবৈধ হবে না, রুলে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রিটকারী আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দ। বুয়েটে ভর্তিচ্ছু এক শিক্ষার্থীর বাবা ও সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দের অনুরোধে করা এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ-আলম সরকার মঙ্গলবার এ আদেশ দেন।

চার সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা সচিব, পুলিশের আইজি, ডিএমপি কমিশনার, ডিসি ও প্রো-ডিসি, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক এবং বুয়েটকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদেশের পর ইউনুস আলী আকন্দ বলেন, আন্দোলন-ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন আন্দোলনের ওপর হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বুয়েট এখন খুলে যাবে। বন্ধ রাখার আর কোন যুক্তি নেই। রোববার বুয়েটে অনির্ধারিত ছুটি, চলমান ধর্মঘট, ৩ দিনের মধ্যে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪৪ দিন বন্ধের ঘোষণা প্রত্যাহার, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ৭ দিনের মধ্যে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশনা চেয়ে রিট করা হয়। পাশাপাশি রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বুয়েটের ডিসি ও প্রো-ভিসির কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়। এছাড়া সরকারের নিষ্ক্রিয়তার বিষয়ে রিটে একটি রুল জারির আবেদন জানানো হয়।

মঙ্গলবার ওনানির শুরুতে রিটকারী ড. ইউনুস আলী আকন্দ আদালতে বলেন, ছাত্রলীগ প্ল্যাকার্ড বহন করছে। এ সময় আদালত বলেন, বুয়েট বন্ধ থাকলে তো তারা প্ল্যাকার্ড বহন করবে। ড. ইউনুস আলী আকন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রী সংকট নিরসনে ডিসি ও প্রো-ভিসিকে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তারা সংকট নিরসন না করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে দেন। আর শিক্ষামন্ত্রী বিব্রত হয়েছেন। এ সময় আদালত জানতে চান, সংকট নিরসনে সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছে কিনা? জবাবে ইউনুস আলী বলেন, না। কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

এরপর রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এমকে রহমান ওনানিতে অংশ নিয়ে বলেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি রোজার কারণে বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসেছেন। সংকট নিরসনে আলোচনা প্রব্যাহত রয়েছে। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা ৬ আগস্ট পর্যন্ত তাদের পদত্যাগের বিষয়টি স্থগিত করেছেন।

এদিকে বুয়েটের পক্ষে ওনানিতে অংশ নিয়ে এএফএম মেজবাহ উদ্দিন বলেন, বুয়েটের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি অবগত আছেন। সংকট নিরসনে আলোচনা চলছে। ওনানির এক পর্যায়ে আবেদনকারী ভর্তি পরীক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করলে আদালত বলেন, বুয়েট পরিস্থিতি শান্ত না থাকলে পরীক্ষা হবে কিভাবে। আগে শান্ত হোক, পরে পরীক্ষা হবে। পরে আদালত রিটে উল্লিখিত আবেদনগুলোর আংশিক মঞ্জুর করে আদেশ প্রদান করেন।

ডিসি ও প্রো-ভিসির পদত্যাগ দাবিতে ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে ১০ জুলাই ৪৪ দিনের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করা হয়।